Phone call between External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar and Foreign Minister of China, H.E. Mr. Wang Yi

February 26, 2021

পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ এস. জয়শঙ্কর এবং চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাননীয় মিঃ ওয়াং য়িই -এর মধ্যে ফোনালাপ

ফেব্রুয়ারি 26, 2021

1. বিদেশমন্ত্রী এবং চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাননীয় মি. ওয়াং য়িই, গতকাল বিকেলে ফোনে বার্তালাপ করেন। তাদের মধ্যে 75 মিনিট কথা হয়। দুই বিদেশ মন্ত্রী পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর পরিস্থিতি এবং সামগ্রিক ভারত-চীন সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা করেন।

2. 2020 সালের সেপ্টেম্বর মাসে মস্কোতে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে বৈঠকের কথা উল্লেখ করে ইএএম জানিয়েছে স্থিতাবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্য চীনাদের উত্তেজক আচরণ এবং একতরফা প্রচেষ্টা নিয়ে ভারতীয় পক্ষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে গত বছরে সামগ্রিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ইএএম আরও বলেন যে সীমানা বিষয়ক প্রশ্ন সমাধানের জন্য সময় লাগতে পারে তবে শান্তিপূর্ণ স্থিতাবস্থা ভঙ্গকারী সহিংস আচরণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপর অনিবার্যভাবে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলবে।

3. তিনি বলেন গত বছর মস্কোতে তাদের সভায়, সীমান্ত এলাকার পরিস্থিতি যে কোনও পক্ষের নিজস্ব স্বার্থজড়িত নয় সে বিষয়ে উভয় মন্ত্রীই একমত হয়ে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে উভয় পক্ষের সীমান্ত বাহিনীকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে, দ্রুত বিচ্ছিন্ন হয়ে উত্তেজনা প্রশমন করতে হবে। ইএএম উল্লেখ করে যে তখন থেকেই উভয় পক্ষ কূটনৈতিক এবং সামরিক দু'টি মাধ্যমেই অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ বজায় রেখেছে। এই মাসের শুরুর দিকে প্যাংগং ত্সো হ্রদ অঞ্চলে উভয় পক্ষের সেনাদল সফলভাবে নিষ্ক্রিয় হওয়ার কারণে এই অগ্রগতি হয়েছিল।

4. প্যাংগং হ্রদ এলাকায় নিষ্ক্রিয় হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে ইএএম জোর দিয়ে বলেন যে উভয় পক্ষই পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর বাকি সমস্যার দ্রুত সমাধান করবে। ইএএম এও বলেন যে একবার সামগ্রিক নিষ্ক্রিয়করণ সম্পন্ন হলে, দুই পক্ষই এই অঞ্চলে সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস এবং শান্তি ও স্থিতাবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য কাজ করতে পারে।

5. এ পর্যন্ত যে অগ্রগতি হয়েছে তার জন্য রাজ্য কাউন্সিলর এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী ওয়াং য়িই, তার পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতাবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি অনুভব করেন যে উভয় পক্ষেরই ফলাফল সুসংহত করার প্রচেষ্টা করা

উচিত। বিভিন্ন স্তরে সাধারণ আন্তরিকভাবে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করা জরুরি। তিনি সীমান্ত অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও মন্তব্য করেন।

6. ইএএম উল্লেখ করেন যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য উভয় পক্ষের ঐক্যমত্যই সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতাবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ভিত্তি। বর্তমান পরিস্থিতি দীর্ঘায়িত হলে তা কোনও পক্ষের স্বার্থরক্ষা করত না। সুতরাং, দুই পক্ষেরই বাকি সমস্যার প্রাথমিক সমাধানের দিকে নজর দেওয়া উচিত। এই সেক্টরে শান্তি বজায় রাখার জন্য সমস্ত সংঘর্ষ স্থানগুলিতে অবিলম্বে সেনা নিষ্ক্রিয় করা প্রয়োজন ছিল। এর ফলে শান্তি ও স্থিতাবস্থা পুনরুদ্ধার হবে এবং আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতিও হবে।

7. বিদেশ মন্ত্রী ওয়াং য়িই বলেন যে ভারতীয় পক্ষ এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে "পারস্পরিক শ্রদ্ধা, পারস্পরিক সংবেদনশীলতা এবং পারস্পরিক স্বার্থ"কে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে গ্রহণ করেছে। তিনি আমাদের সম্পর্কের বন্ধনে দীর্ঘস্থায়ী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের গুরুত্বের সাথে একমত হয়েছিলেন। উভয় মন্ত্রীই যোগাযোগের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে সম্মত হন।

নিউ দিল্লি
ফেব্রুয়ারি 26, 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.